সংবাদ

তারিখ ... 18 AUG 1996
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১

49

অবসান হয়নি সেট কোড জটিলতার

সেট কোড জটিলতায় পড়ে ঢাকাসহ বিভিন্ন বোর্ডের প্রায় সাড়ে তিন হাজার এসএসসি পরীক্ষার্থী ফল বিপর্যয়ের শিকার হয়েছিল। বোর্ড কর্তৃপক্ষ তাদের ব্যাপারে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করলেও বিষয়টি শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রধানমন্ত্রী বিষয়টির ফয়সালা করার নির্দেশ দেন। ঢাকা বোর্ড চেয়ারম্যান অতঃপর একটি সংবাদ সম্মেলন ডেকে অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের নৈর্ব্যক্তিক অংশের খাতা পুনর্মূল্যায়নের ঘোষণা দেন। প্রতিশ্রুতি মোতাবেক সপ্তাহখানেক পর উল্লেখিত পরীক্ষার্থীদের নতুন নম্বরপত্র দেয়া হয়।

কিন্তু দেখা যায় যে, সেট কোড না লেখার কারণে যে বিষয়ের নৈর্ব্যক্তিক অংশে ছাত্রছাত্রীরা শূন্য পেয়েছিল সে অংশে তাদের প্রত্যেককে ঢালাওভাবে পাস করিয়ে দেয়া হয়েছে। তিন শূন্যের জায়গায় কম্পিউটারে ইংরেজিতে 'পাস' শব্দটি লিখে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ খাতাগুলো ঠিক 'পুনর্মূল্যায়ন' করা হয়নি। 'পুনর্মূল্যায়ন' করা হলে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু নম্বর পেত। তারা সে নম্বর থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে। ফলে ছাত্রছাত্রীরা অকৃতকার্যতা থেকে বেরিয়ে এলেও ফল বিপর্যয় থেকে মুক্তি পেতে পারেনি। এ দিক থেকে সেট কোড জটিলতার সত্যিকারের অবসান হয়নি। বোর্ড কর্তৃপক্ষ যেরকম অভিনব উপায়ে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ পালন করেছেন, তা নিয়েই বরং নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। এসএসসি পাস করা ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া এখনও চলছে। নতুন করে কৃতকার্য ঘোষিত ছাত্রছাত্রীরা সংশ্লিষ্ট নৈর্ব্যক্তিক অংশে প্রাপ্য নম্বর না পাওয়ায় ভালো ভালো কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছে। সেট কোড জটিলতার শিকার ছাত্রছাত্রীদের এই নম্বরপত্র তাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষা জীবনকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে বলে ধরে নেয়া যায়। এ প্রেক্ষাপটে সেট কোড জটিলতা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য যারা রাস্তায় নেমেছিল, তারা আবার নতুন করে আন্দোলন শুরু করেছে।

এ কথা সত্য যে, সেট কোড লেখা পরীক্ষারই অংশ ছিল। পরীক্ষার্থীদের তা লেখা অবশ্য কর্তব্য ছিল। হল পরিদর্শকরাও দায়িত্ব এড়াতে পারবেন না। এসব সত্ত্বেও বিশেষ বিবেচনার সিদ্ধান্ত যখন নেয়াই হয়েছে, সেক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল একটু কষ্ট করে খাতাগুলো খুঁজে বের করে সত্যি সত্যিই 'পুনর্মূল্যায়নে'র ব্যবস্থা করা। কর্তৃপক্ষের এ অতিরিক্ত খাটুনি ও ধকলের জন্য তারা সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ 'ফি' বা 'ফাইন' আদায় করলেও করতে পারতেন। তা না করে যা করা হয়েছে, তাতে কর্তৃপক্ষ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ পালনের নামে তাদের 'জেদ' বজায় রেখেছেন কিনা এই প্রশ্ন উঠতে পারে। কর্তৃপক্ষের উচিত বিষয়টি আরও একবার ভেবে দেখা।